চবিতে শিক্ষক নিয়োগ

# নিয়োগ না পেয়ে উপাচার্য কার্যালয় ভাঙচুর

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

সাবেক ছাত্রলীগ নেতাকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ না দেওয়ায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) উপাচার্যের কার্যালয়ে হামলা চালানো হয়েছে। এ সময় কার্যালয়ে ভাঙচুর চালানো হয়। বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের একাংশের নেতাকর্মীরা এই হামলা চালান বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গতকাল সোমবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৪১তম সিন্ডিকেট সভা শেষে এই ঘটনা ঘটে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সিন্ডিকেট সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগসহ বিভিন্ন একাডেমিক এজেন্ডা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ সময় বেশ কয়েকজন প্রার্থীকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগও দেওয়া হয়। এর মধ্যে মেরিন সায়েন্স বিভাগের শিক্ষক প্রার্থী ছিলেন ওশানোগ্রাফি বিভাগের ২০১৩-১৪ সেশনের শিক্ষার্থী ছাত্রলীগের সদ্যঃপ্রাক্তন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রাইয়ান আহমেদ। এরপর বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে সভা শেষ হলে ছাত্রলীগের বগিভিত্তিক উপগ্রুপ একাকারের নেতাকর্মীরা ভিসির দপ্তরের যান। তাঁরা জানতে পারেন কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাইয়ানের নিয়োগে সিন্ডিকেট সুপারিশ করেনি। এরপরই তাঁরা ক্ষিপ্ত হয়ে উপাচার্য কার্যালয়ের কাপ, পিরিচ ও ফুলদানি ভাঙচুর করেন। পরে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশনে শহরমুখী সাড়ে ৫টার ট্রেনও আটকে দেন।

এ বিষয়ে চবি শাখা ছাত্রলীগের সহসভাপতি ও একাকার গ্রুপের নেতা মইনুল ইসলাম রাসেল বলেন, ‘আজকে সিন্ডিকেটে জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি ও সরকারবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িতদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। অন্যদের চেয়ে বেশি যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ছাত্রলীগের একনিষ্ঠ কর্মী এবং কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সম্প্রতি হওয়া কমিটির সদস্য রাইয়ান আহমেদকে নিয়োগ দেওয়া হয়নি। তাই আমাদের প্রথম দাবি, রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ড ও জামায়াত-শিবিরের রাজনীতির সঙ্গে জড়িতদের শিক্ষক থেকে বাদ দিতে হবে। আর দ্বিতীয় দাবি হলো

ছাত্রলীগের একনিষ্ঠ কর্মী রাইয়ান আহমেদকে মেরিন সায়েন্স বিভাগের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিতে হবে।’

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর রবিউল হাসান ভুঁইয়া বলেন, যারা এ ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শাটল ট্রেন অবরোধের বিষয়ে তিনি বলেন, ‘আমরা বিষয়টি জেনেছি। তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলার চেষ্টা করছি।’